

## মায়ানমার শরণার্থী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

১৯৯১-৯২ সালে মায়ানমার থেকে ২,৫০,৮৭৭ জন শরণার্থী বাংলাদেশে আগমন করে। বাংলাদেশ সরকার আগত শরণার্থীদের জন্য তৎক্ষনিক ভাবে ২২টি শরণার্থী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। UNHCR এর সহায়তায় ২,৫০,৬৭৭ জন মায়ানমার শরণার্থীর মধ্যে বর্তমান পর্যন্ত ২,৩৬,৫৯৯ জন শরণার্থীকে মায়ানমারে প্রত্যাবাসন (Repatriation) করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মবাজারহু টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় যথাক্রমে নয়াপাড়া ও কৃতুপালং ২ টি শরণার্থী ক্যাম্পে ৩১/০৭/২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৩৩,৫৪২ জন রেজিস্টার্ড শরণার্থী অবস্থান করছে। ক্যাম্পে বসবাসরত শরণার্থীদেরকে WFP খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে এবং UNHCR Non-food item সমূহ সহায়তা দিয়ে আসছে। তাছাড়া, কয়েকটি NGO (TAI, RTMI, Handicap-International, CODEC, NGO Forum & ACF) শরণার্থী ক্যাম্পে সীমিত আকারে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শরণার্থী বিষয়ক সার্বিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার জন্য শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কর্মবাজার দায়িত্ব পালন করে।

এক নজরে তথ্যবলী:

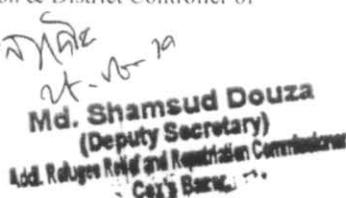
০১.	১৯৯১-৯২ সালে মায়ানমার হতে আগত শরণার্থীর সংখ্যা		: ২,৫০,৮৭৭	
০২.	প্রত্যাবাসনকৃত শরণার্থীর সংখ্যা (+ - জন্য মৃত্যুর হিসাবসহ)		: ২,৩৬,৫৯৯	
	(২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ হতে ২৮ জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত)			
০৩.	বর্তমানে ক্যাম্পে উপস্থিত শরণার্থী সংখ্যা (৩১ জুলাই' ২০১৭ পর্যন্ত):			
	কৃতুপালং শরণার্থী শিবির নয়াপাড়া শরণার্থী শিবির	পরিবার	সদস্য	
	মোট =	২৬২০ টি	১৩৯৮৫ জন	
		৩৭০৯ টি	১৯৫৫৭ জন	
		৬,৩২৯ টি	৩৩,৫৪২ জন	
০৪.	বর্তমানে শরণার্থী ক্যাম্পসমূহ		: ২টি	
	টেকনাফ উপজেলা- নয়াপাড়া শরণার্থী শিবির (০.৩৫ বর্গ কি.মি.) ৮৫ একর উখিয়া উপজেলা-কৃতুপালং শরণার্থী শিবির (০.৩২ বর্গ কি. মি.) ৭৫ একর			
০৫.	বয়স ভিত্তিক শরণার্থী সংখ্যা			
	বয়স ভিত্তিক	শতকরা পুরুষ	শতকরা মহিলা	সর্বমোট%
	০-৪	৬.৮৬	৬.১৭	১৩.০৩
	৫-১৭	১৯.৬৪	১৯.৩৬	৩৯.০০
	১৮-৫৯	১৯.১৬	২৫.০৬	৪৫.২২
	৬০- উক্তি	১.৪৩	১.৩২	২.৭৫
	সর্বমোট	৮৭.০৯	৫২.৯১	১০০%
	গড় পরিবার সংখ্যা-৭	জনসংখ্যা বৃক্ষির হার-২.৬০	৫৮% জন শরণার্থীর জন্য ক্যাম্পে	
০৬.	শরণার্থীদের মধ্যে প্রদানকৃত সুবিধাদি : (মৌলিক সেবা)			
	অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, পয়ঃনিষ্কাশন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।	প্রাথমিক বিদ্যালয় ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০২টি	ক্যাম্প হাসপাতাল (ইনডের ও আউট ডোর ০২টি)	
০৭.	খাদ্য সহায়তা: (প্রতিজন প্রতিদিন ২,১০০ কিলো ক্যালরী)			
	২০১৩-১৪ সালে GOB ও UNHCR এর Joint verification এ দুটি ক্যাম্পে শরণার্থীর ডাটাবেইজ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে WFP শরণার্থীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে শরণার্থীদের ই-ভার্ডচার (ফুড-কার্ড) প্রদান করে। প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে ১টি করে ফুডকার্ড প্রদান করা হয়। ফুডকার্ড একধরণের ডেবিট কার্ড যা প্রতিমাসে রিচার্জ করা হয়। দৈনিক মাথাপিছু ২,১০০ কিলো ক্যালোরি সমমানের খাদ্যমূল্য ছানীয় বাজারমূল্য বিবেচনায় ফুডকার্ডে ক্রেডিট দেয়া হয়। জুন ২০১৭ মাসে জনপ্রতি মাসিক ক্রেডিট ছিল ৮৫২ টাকা। শরণার্থীগণ ফুড কার্ডের মাধ্যমে ক্যাম্পে নির্ধারিত তিনাটি ফুডশপ হতে তাদের পছন্দমত খাদ্য সামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, ছানাবিন টেল, চিনি, শুটকি, শাক, আলু, পিয়াজ, মসলা ও সবজি) সংগ্রহ করে।			
০৮.	অন্যান্য সহায়তা: সাবান, সিআরআইচ জ্বালানী, টুথ পাউডার, কেরোসিন, ছাতু ইত্যাদি			
০৯.	প্রশিক্ষণ: দর্জির কাজ, ছুতারের কাজ, সাবান তৈরী, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত, রিভ্যু ও বাইসাইকেল মেরামত (এনজিও কর্তৃক পরিচালিত)			
১০.	ক্যাম্পে কর্মরত সংস্থাসমূহ:			

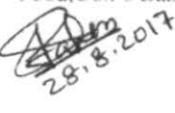
UN Organization: UNHCR & WFP

NGO : BDRCS, TAI, RTMI, Handicap-International,

CODEC, NGO Forum & ACF

Govt. Partner : District Sadar Hospital, Civil Surgeon & District Controller of Food,Cox's Bazar

  
 Md. Shamsud Douza  
 (Deputy Secretary)  
 Add. Refugee Relief and Rehabilitation Commissioner  
 Cox's Bazar

  
 ২৮.৮.১৭